শ্যামজলধর বলে' চাতক যে হায়।
জলে ডুবে সেকি কভু শুদ্ধ হ'তে চায়?
স্নান করিয়াছি অন্ন খেতে পারি নাই।
বিনা স্নানে ব্যাধি গেল চতুর্গুণ খাই।।'
প্রভু বলে "তবে বাপ! আর কিবা চাই?
আ'জ হ'তে আর তোর স্নান পূজা নাই।।
প্রয়োজন নাই তোর ডুবাইতে জলে।
ডঙ্কা মেরে বেড়া গিয়ে হরি হরি বলে।।
হরিনাম-ধ্বনি দিয়া মত্ত কর দেশ।
শোন্ বাছা দেই তোরে এক উপদেশ।।
মালাবতী নামে লক্ষ্মীকান্তের ভগিনী।
তারে বিয়া কর গিয়া সে তোর গৃহিণী।।
লক্ষ্মীকান্ত নিকটে বলিলে বিয়া হ'বে।
আমিও বলিয়া দিব ভগিনী সে দিবে।।"
হেন মতে হইতেছে কথোপকথন।
হইল অধিক লোক প্রভুর সদন।।
যার যে মনের কথা কহিয়া বলিয়া।
স্বীয় স্বীয় স্থানে সবে গেলেন চলিয়া।।
মধ্যাহ্নে সময় হ'ল কথোপকথনে।
প্রভু বলে 'দশরথ যাবি কোনখানে।।
খেতে সাধ আছে তোর লাবড়া ব্যঞ্জন।
চল বাছা খাই গিয়ে হ'য়েছে রন্ধন।।'
সেবায় বসিল গিয়া প্রভু হরিচাঁদ।
দশরথ পাতে হাত লইতে প্রসাদ।।
দিলেন প্রসাদ দশরথ খায় সুখে।
হস্ত মুছে মস্তকে কপালে চোখে মুখে।।
রেঁধেছিল লাবড়া ঠাকুর ডেকে কয়।
"দশরথে দেহ লক্ষ্মী যত খেতে চায়।।"
মহাপ্রভু বলে "খাও উদর পুরিয়া।
পাইয়াছ মুখে রুচি লহরে খাইয়া।।"
জগৎ জননী লক্ষ্মী দিলেন পায়স।
সানন্দে ভোজন করে অন্তরে সন্তোষ।।
স্বহস্তে মা শান্তিদেবী দেন দশরথে।
উদর পুরিয়া সাধু খায় ভাল মতে।।
সেবা অন্তে ক্ষণকাল রহিল বসিয়া।
দিলেন ঠাকুর তারে বিদায় করিয়া।।
যাত্রা করে দশরথ যষ্টি ল'য়ে হাতে।
প্রভু 'বলে যষ্টি আর হ'বে না ধরিতে।।
কোন মন্ত্র লাগিবে না শুধু হরিনাম।
বাসা কর গিয়া বাছা পাতলার গ্রাম।।
তাহাতে যে ধান্য তিল পাইবা বৎসর।
সংসার খরচ কার্য্য চলিবেক তোর।।'
প্রভুকে প্রণমি সাধু চলিল হাঁটিয়া।
পুষ্করিণী জলে যষ্টি দিলেন ফেলিয়া।।
নিজ বাটী আসিয়া কহিল ভ্রাতাগণে।
বিবাহ হইল শেষে মালাবতী সনে।।
ঠাকুর কহিল লক্ষ্মীকান্ত টিকাদারে।
লক্ষ্মীকান্ত ভগ্নি দিল আজ্ঞা অনুসারে।।
দশরথ বিবরণ মধুমাখা কথা।
কবি কহে হরি বল দিন গেল বৃথা।।

কুচক্রীগণের পরামর্শে দশরথের বাটী নায়েবের অত্যাচার

মালাবতী দশরথ মিলে দুইজনে।
মাঝে মাঝে আসে যায় ঠাকুরের স্থানে।।
কোন কোন সময় আসেন একা-একি।
ঠাকুরের সঙ্গে এসে করে দেখাদেখি।।
কভু দশরথ ঠাকুরকে ল'য়ে যান।
তিন চারি দিন তথা থাকে ভগবান।।
কৃষ্ণ-গোষ্ঠ নাম পদ সংকীর্ত্তন হয়।
নদীয়াতে যেন শ্রীবাসের আঙ্গিনায়।।
মাতিল অনেক লোক প্রেমে উতরোল।
ঘাটে পথে যেতে খেতে শু'তে হরিবোল।।